www.yanabi.in

www.youtube.com/sunnibanglatv1

www.yanabi.in

بسم الله الرحمن الرحيم

পুস্তক প্রণয়নের কারণ

বহুদিন ধরে এবিষয় নিয়ে চিন্তিত ছিলাম যে,বর্তমান সমাজের মানুষকে কিভাবে সঠিকভাবে মহরম সম্পর্কে সঠিক. ধারণা দেব। বিভিন্ন প্রচলিত কিসসা কাহিনী দ্বারা মহরমের যে ধারণা চলে আসছে যেমন-তাজিয়া,মাতম,মর্শিয়া প্রভৃতি সেগুলি রদ করে শরীয়তের দৃষ্টিতে মহরমের ধারণা দেওয়া খুবই দুষ্কর ব্যাপার। বিষাদ সিন্ধু নামে ইমান নাশক পুস্তকের করাল গ্রাসে যক্ষার ন্যায় ক্ষতবিক্ষত হওয়া বাঙ্গালী সমাজ-এর উপরে প্রলেপ লেপন করা খুবই কষ্টকর। তবুও কিছু মানুষ যারা হক্ব প্রত্যাশী তাদের উদ্দেশ্যে শরীযতের দৃষ্টিতে বিশেষতঃ 'ফাতওয়া রেজবীয়া'র আলোকে পুস্তকটি প্রণয়ন করলাম। কলেবরে ছোট হলেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রশ্নোত্তর আকারে লেখা হয়েছে। মানুষ মাত্রই ভুল হওয়া স্বাভাবিক। অতএব, মারাত্নক যদি কিছু ভুল মনে হয় তবে অবগত করালে বাধিত থাকব।

মোহাম্মাদ নূরুল আরেফিন রেজবী আযহারী
১লা মহরম ,১৪৪২ হিজরী,২২ আগষ্ট ২০২০

www.facebook.com/yanabi.in

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রশ্ন-১: আশুরার দিন কিভাবে পালন করা উচিৎ?

উত্তরঃ- আশুরার দিনে পালনীয় কর্তব্য সমূহগুলি হল নিম্নরূপঃ-

১.রোযা রাখা,

২.সুন্দরভাবে গোসল করে সুন্দর পোশাক পরিধান করা,খুশবু ব্যবহার করা, তৈল ব্যবহার করা,সুরমা ব্যবহার করা,নখ কাটা হল উত্তম।

৩. নিয়ায-ফাতেহার আয়োজন করা;

৪. রাস্তার পথিকদের পানীয়(সরবৎ প্রভৃতি) পান করানো;

৫. ফকীর মিসকিনদের মধ্যে খাদ্য,বস্ত্র ও অর্থ বন্টন;

৬. অধিক খয়রাত করা ;

৭. নফল নামায আদায় সহ অন্যান্য নফল ইবাদতে মগ্ন হওয়া,

৮. শোহাদায়ে কারবালাদের তাজকেরার জন্য মিলাদ মহফিলের আয়োজন করা প্রভৃতি। (কুতুবে আম্মা)

প্রশ্ন-২: আশুরার রাত কিভাবে অতিবাহিত করা প্রয়োজন?

উত্তরঃ-আশুরার রাতে চার রাকায়াত নফল নামায আদায় করা উত্তম। নামায আদায়ের নিয়ম হলঃ-প্রতি রাকায়াতে সুরা ফাতিহার পর আয়াতুল কুরসি একবার, সুরা ইখলাস তিনবাব ।

নামায আদায়ের শেষে একশত বার সুরা ইখলাস পাঠ করতে হবে। এরূপ করলে গুনাহ মাফ হবে এবং জান্নাতের মধ্যে সবোর্চ্চ নেয়ামত প্রদান করা হবে। (জান্নাতী যেওয়ার ১৫৭ পৃঃ)

প্রশ্ন- ৩ :-মহরম মাসে কালো কাপড় পরিধান করা কিরূপ?

উত্তরঃ-মহরম মাসে সবুজ ও কালো কাপড় পরিধান করা হল শোকের চিহ্ন। আর শোক করা হল হারাম। বিশেষ করে কালো কাপড় পরিধান করা হল

কালো রংয়ের বস্ত্র পরিধান হল শিয়া সম্প্রদায়ের আলামত। (ফাতওয়ায়ে রেজবীয়া ২৪ খন্ড ৫০৪ পৃঃ)

অন্যত্রে বর্ণিত হয়েছেঃ মহরমের দিন গুলিতে অর্থাৎ প্রথম মহরম হতে শুরু করে বারো মহরম পর্যন্ত তিন রংয়ের কাপড় পরিধান করা ঠিক নয়, এগুলি হল কালো,সবুজ ও লাল। কারণ কালো রং হল রাফেজিদের আলামত; সবুজ হল তাজিয়া মান্যকারীদের ত্বরীকা এবং লাল হল খারেজি সম্প্রদায়ের আলামত। (মা'য়া জাল্লাহ) খারেজি সম্প্রদায়ের লোকেরা খুশির প্রকাশ করতে লাল বস্ত্র পরিধান করে। (বাহারে শরীয়াত ১৬/৫৯ পৃঃ,আহকামে শরীয়াত)

প্রশ্ন-৪ :- মহরমের দিনের অবৈধ কাজ সমূহগুলি কিরূপ?

উত্তর ঃ- মহরমের দিনের অবৈধ কাজ সমূহ গুলি হলঃ-

১. ঢোল,তাশা বাজানো ; তাজিয়া বানানো; তাজিয়ার সামনে মিন্নাত মানা, তাজিয়াতে ঝান্ডা বা পতাকা চড়ানো,

২. সবুজ কাপড় পরিধান;

৩. বাচ্চাদের গলাতে বিভিন্ন ডোর (তাগা জাতীয়) পরিধান করানো;

৪. ঘরে ঘরে শোক পালন ;

৫. শোহাদায়ে কারবালাদের উদ্দেশ্যে তিজা বা চাহরম পালন;

৬. মাতম করা-মাতমের উদ্দেশ্যে মর্শিয়া করা,বুক চাপড়ানো,চুল ছেড়া প্রভৃতি

৭. ইয়াযিদের জন্য কাতিবে ওহী হযরাত সাইয়্যেদুনা আমিরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর শানে বেআদবী করা ইত্যাদি হল অবৈধ । (সংগ্রহ ঃ -ফাতওয়ায়ে রেজবীয়া ১০/৫৩৭ পৃঃ,জান্নাতি জেওয়ার ১৫৬-১৫৭পৃঃ)

প্রশ্ন-৫: তাজিয়া বানানো কিরূপ?

উত্তরঃ- আলা হযরাত,মুজাদ্দিদে দ্বীনও মিল্লাত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমাদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেছেন-তাজিয়া বানানো হল বে'দাত ও নাজা'য়েজ। (ফাতওয়া রেজবীয়া ২৪ খন্ড ৫০১ পৃঃ)

প্রশ্ন-৬ :-তাজিয়ার সূত্রপাত কখন থেকে হয় ?

উত্তর ঃ- প্রশিদ্ধ মত অনুযায়ী জানা যায় যে, সুলতান তাইমুর লঙ্গের হুকুমত হতে তাজিয়ার সূত্রপাত ঘটে।

প্রশ্ন-৭ : তাজিয়ার তামাশা দেখা সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম কি ?

উত্তরঃ- আলা হযরাত,মুজাদ্দিদে দ্বীনও মিল্লাত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমাদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেছেন-যেহেতু তাজিয়া বানানো নাজায়েজ,সেহেতু নাজায়েজ বিষয়ের তামাশা দেখাও হল নাজায়েজ। (আল-মালফুজ ২৮৬ পৃঃ)

প্রশ্ন-৮ : তাজিয়াতে মিন্নাত মানা কিরূপ?

উত্তরঃ- আলা হযরাত,মুজাদ্দিদে দ্বীনও মিল্লাত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমাদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেছেন-তাজিয়াতে মিন্নাত মানা হল বাতিল ও নাজায়েজ।(ফাতওয়া রেজবীয়া ২৪ খন্ড ৫০১ পৃঃ)

প্রশ্ন-৯ : তাজিয়াতে কোনরূপ সহযোগীতা কি করা যাবে?

উত্তর ঃ - তাজিয়াতে যে কোনরূপ সহযোগীতা করা হল নাজায়েজ ও গুনাহের কাজ। হুযুর আলা হযরাত ইমাম আহমাদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেন- এটি হল রাফেজীদের ত্বরীকা। তাজিয়াকে জায়েজ মনে করে বানানো হল ফাসিক্বদের ত্বরীকা। (ফাতওয়ায়ে রেজবীয়া ১০/৪৭১-৪৭২ পৃঃ)

প্রশ্ন-১০ : তাজিয়া বানানো কি কুফর কিংবা শিরক্ ?

উত্তর ঃ- আলা হযরাত,মুজাদ্দিদে দ্বীনও মিল্লাত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমাদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেছেন ঃ তাজিয়া বানানো হল অবশ্যই নাজায়েজ ও বেদাত কিন্তু কুফর নয়। অপর একস্থানে ইরশাদ করেন,তাজিয়া বানানো শির্ক নয;এটা হল ওহাবীদের খেয়াল। হ্যাঁ,বেদাত ও গুণাহের কাজ। (আল্লাহ পাক অধিক জ্ঞানী) - (ফাতওয়া রেজবীয়া ২১/২২১ পৃঃ; ২২/৫০৩ পৃঃ)

প্রশ্ন-১১ : তাজিয়ার তাযীম করা কিরূপ?

উত্তর ঃ- আলা হযরাত,মুজাদ্দিদে দ্বীনও মিল্লাত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমাদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেছেন ঃ তাজিয়া বানানো ,তাজিয়া দেখা জায়েজ নয়; তাযীম ও আক্বীদা পেশ করা হল কঠিন হারাম, নিকৃষ্ট বেদাত । আল্লাহ তায়ালা মুসলমান ভাইদের হক্ব রাস্তায় হেদায়াত দান করুন।-আমীন (ফাতওয়া রেজবীয়া ২২/৪৮৯ পৃঃ)

প্রশ্ন-১২ : তাজিয়ার দ্বারা কি কোনরূপ হাজাত পূরণ হয় ?

উত্তরঃ- আলা হযরাত,মুজাদ্দিদে দ্বীনও মিল্লাত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমাদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেছেনঃ তাজিয়া কে হাজাত রাওয়া অর্থাৎ হাজাত পূরণ হওয়া মাধ্যম মান্য করা হল মূর্খামীর উপর মূর্খামী। (ফাতওয়া রেজবীয়া ২৪/৪৯৯ পৃঃ)

প্রশ্ন-১৩ : কোন মুসলমান যদি তাজিয়া বানায় তাহলে কি পরিমাণ গুণাহ হবে?

উত্তরঃ- আলা হযরাত,মুজাদ্দিদে দ্বীনও মিল্লাত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমাদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেছেনঃ বেদাতের যা গুণাহ তা হবে; গুণাহের পরিমাপ করা দুনিয়ায় জন্য নয়। (ফাতওয়া রেজবীয়া ২৪/৫০৯-৫১০পৃঃ)

প্রশ্ন-১৪ : তাজিয়ার উপর যে মিষ্টি দেওয়া হয় তা কি খাওয়া বৈধ?

উত্তরঃ- আলা হযরাত,মুজাদ্দিদে দ্বীনও মিল্লাত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমাদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেছেনঃ তাজিয়ার উপর প্রদত্ত মিষ্টি যদিও হারাম নয় কিন্তু তা খাওয়ার ফলে জাহেলদের প্রচলিত একটি নাজায়েজ ক্রিয়া শরীয়তের মধ্যে বর্ধিত করা,এবং ছেড়ে দিলে তাজিয়ার নফরত করা বোঝাবে। (ফাতওয়া রেজবীয়া ২৪/৪৯১পৃঃ)

প্রশ্ন-১৫ : পতাকা,তাজিয়া দেখার জন্য ঘর হতে বের হওয়া কিরূপ?

উত্তরঃ- আলা হযরাত,মুজাদ্দিদে দ্বীনও মিল্লাত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমাদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেছেনঃ যেটা নাজায়েজ কাজ তার তামাশা ন্যয় দেখতে য়াওয়া হল গুণাহের কাজ। (ফাতওয়া রেজবীয়া ২৪/৪৯৯ পৃঃ)

প্রশ্ন-১৬ : যে সকল মাজলিসে মারসিয়া ইত্যাদি হয় সেসব মাজলিসে অংশ গ্রহণ করা কিরূপ?

উত্তরঃ- আলা হযরাত,মুজাদ্দিদে দ্বীনও মিল্লাত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমাদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেছেনঃ সে সকল মাজলিসে

অংশ গ্রহণ করা হল হারাম। (ফাতওয়া রেজবীয়া ২৪/৫০৯পৃঃ)

প্রশ্ন-১৭ ঃ মহরম মাসে বিবাহ শাদী করা বৈধ কীনা?

উত্তরঃ- আলা হযরাত,মুজাদ্দিদে দ্বীনও মিল্লাত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমামআহমাদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেছেনঃ মহরম মাসে নেকাহকরা বৈধ। নেকাহ করা কোন মাসে অবৈধ নয়। (ফাতওয়া রেজবীয়া ১১/২৬৫পৃঃ; ২৩ খন্ড ১৯৩ পৃঃ)

প্রশ্ন-১৮ ঃ মহরম শরীফের দশ তারিখ পর্যন্ত কারবালার শোহাদাদের স্মরণে শোকাগ্রস্থ থাকা এবং শোক মানানো কিরূপ ?

উত্তরঃ- আলা হযরাত,মুজাদ্দিদে দ্বীনও মিল্লাত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমাদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেছেনঃ মহরম শরীফে দশ তারিখ পর্যন্ত শোকাগ্রস্থ থাকা হল নিষেধ ও নাজায়েজ। (ফাতওয়া রেজবীয়া ২৪/৫০৭ পৃঃ)

প্রশ্ন-১৯ ঃ মহরম মাসের দশ তারিখে চুলা জ্বালানো,রুটি পাকানো, ঝাড়ু লাগানো ইত্যাদি কি চলে না?

উত্তরঃ- আলা হযরাত,মুজাদ্দিদে দ্বীনও মিল্লাত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমাদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেছেনঃ এই সকল বিষয় হল শোকের প্রকাশ আর শোক করা হল হারাম।(ফাতওয়া রেজবীয়া ২৪/৪৮৮ পৃঃ) এর দ্বারা এটা সাবস্ত্য হয় যে,মহরমের দশ তারিখে চুলা জ্বালানো, রুটি পাকানো ইত্যাদি ক্রিয়া হল বৈধ।

প্রশ্ন-২০ঃ এটা কি সত্য যে, মহরম মাসে শুধুমাত্র ইমাম হুসাইন ও অন্যান্য শোহাদায়ে কারবালা ব্যতীত আর কারও নামে ইসালে সাওয়াব করতে হয় না?

উত্তরঃ- জি- না ,আলা হযরাত,মুজাদ্দিদে দ্বীনও মিল্লাত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমাদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেছেনঃ মহরম সহ অন্য যে কোন সময়ে সকল আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম ও আওলিয়াদের নিয়াজ এবং প্রতিটি মুসলমানের নামে ফাতেহা প্রদান কার বৈধ,যদিও তা

মহরমের ১০ তারিখেই বা হোক না কেন। (ফাতওয়া রেজবীয়া ২৪/৪৯৯ পৃঃ)

প্রশ্ন-২১ ঃ ইয়াজিদ পালিদ বলা কি চলবে?

উত্তর ঃ হুযুর আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহু ফাতওয়া রেজবীয়া শরীফে ইয়াজিদ কে পালিদ লিখেছেন। অতিরিক্ত অপর একস্থানে আলা হযরাত ইরশাদ করেছেন ঃ ইয়াজিদ বেশাক পালিদ ছিল;তাকে পালিদ বলা ও লেখা হল জায়েজ। (ফাতওয়া রেজবীয়া ১৪/৬০৩পৃঃ)

প্রশ্ন-২২ ঃ শোনা যায় যে, ইমাম যায়নুল আবিদিন ইয়াজিদের জন্য মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে কোন বিশেষ নিয়মে নামায আদায়ের নসীহত করেছিলেন এটা কতদূর সঠিক?

উত্তরঃ- আলা হযরাত,মুজাদ্দিদে দ্বীনও মিল্লাত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমাদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেছেনঃ এই ঘটনা নিছক আসল নয়। হযরাত কোন নামায ঐ পালিদকে মাগফিরাতে উদ্দেশ্যে কোন নামায শিক্ষা দেননি। (ফাতওয়া রেজবীয়া ২৮/৫২পৃঃ)

প্রশ্ন-২৩ ঃ মুসলমানদের মহরম শরীফে পানি শরবত ইত্যাদির আয়োজন করা কিরূপ?

উত্তরঃ- আলা হযরাত,মুজাদ্দিদে দ্বীনও মিল্লাত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমাদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেছেনঃ পানি ও শরবতের আয়োজন করা,যদি তা নেক নিয়াতে হয় এবং শুধুমাত্র আল্লাহর রেজামন্দির জন্য হয় আর পবিত্র রুহের উদ্দেশ্যে সাওয়াব পৌঁছানো হয়,তাহলে তা নিঃসন্দেহে মুস্তাহাব ও সাওয়াবের কাজ। (ফাতওয়া রেজবীয়া ২৪ খন্ড ৫২০ পৃঃ)

প্রশ্ন-২৪ ঃ শিয়াদের আয়োজিত পানি শরবত ইত্যাদি সুন্নীদের জন্য পান করা বৈধ কী-না?

উত্তরঃ- আলা হযরাত,মুজাদ্দিদে দ্বীনও মিল্লাত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম

আহমাদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেছেনঃ মুতাওতীর(প্রশিদ্ধ মত) অনুযায়ী শোনা গেছে যে,সুন্নীদের পান করার জন্য যা প্রদান করা হয় তাতে নাপাক দ্রব্য মিশ্রিত করা হয়;কিছুই যদি না হয় তাহলে তারা(শিয়া) নাপাক জাতীয় আংশিক কিছু মিশ্রিত করে।(ফাতওয়া রেজবীয়া ২৪ খন্ড ৫২০ পৃঃ)

প্রশ্ন-২৫ : শিয়াদের মাজলিসে গিয়ে সুন্নী মুসলমানদের শাহাদাতের বায়ান শোনা কি বৈধ?

উত্তরঃ- আলা হযরাত,মুজাদ্দিদে দ্বীনও মিল্লাত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমাদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেছেনঃ শিয়াদের মাজলিসে -মার্সিয়া প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করা হল হারাম। ঐ বদ যবান-নাপাক প্রকৃতির লোক অধিকাংশ ক্ষেত্রে কু-কথা বলে থাকে। ঐ প্রকৃতির মূর্খ শ্রোতাদের খবরই হয়না যে, তাদের মাজলিসের বর্ণিত ঘটনা অবাস্তব ও মনগড়া মিথ্যাপ্রকৃতির;তাছাড়া মাতাম হারাম হতে মুক্ত নয়। আর তার দেখে শুনে মানাও করতে পারবে না। অতএব ঐ সকল স্থানে যাওয়া হল নিষেধ।(ফাতওয়া রেজবীয়া ২৩ খন্ড ৪০৭ পৃঃ)

প্রশ্ন-২৬: ময়দানে কারবালায় হযরাতে ক্বাসিম রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিবাহ কি হয়েছিল?

উত্তরঃ- আলা হযরাত,মুজাদ্দিদে দ্বীনও মিল্লাত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমাদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেছেনঃ কারবালার মাঠে এই (হযরাত ক্বাসিম রাদিয়াল্লাহু আনহুর) বিবাহ হওয়া প্রমাণিত নয়। (ফাতওয়া রেজবীয়া ২৩ খন্ড ৪০৭ পৃঃ)

যদিও মুফতী জালালুদ্দিন আহমদ আমজাদি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, হযরাত ক্বাসিম রাদিয়াল্লাহু আনহু বিবাহ হযরত ইমাম আলি মক্কামের সাহাবজাদি হযরাত সাকীনার সহিত ঠিক হয়েছিল। (খুৎবাতে মুহার্‌রম ৪১০ পৃঃ)

প্রশ্ন-২৭ : ইমাম হুসাইন ও অন্যান্য শোহাদায়ে কারবালাদের শাহাদাতের ঘটনা কিংবা অবস্থা বর্ণনা করা কিরূপ ?

উত্তরঃ- আলা হযরাত,মুজাদ্দিদে দ্বীনও মিল্লাত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমাদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেছেনঃ যিকির শাহাদাত যদি তা মনগড়া না হয, কিংবা তার মধ্যে কোন প্রকৃতির খারাপ কথা না থাকে এবং অবাঞ্ছিত নিয়াত হতে মুক্ত হয়,অর্থাৎ সঠিক প্রকৃতির হয় তাহলে সালেহীনদের যিকির দ্বারা আল্লাহ তায়ালার রহমত নাযিল হয়। (ফাতওয়া রেজবীয়া ২৪ খন্ড ৪১৭ পৃঃ)

প্রশ্ন-২৮ : শোহাদায়ে কারবালার উদ্দেশ্যে ইসালে সাওয়াবের জন্য যে খিচুরি প্রস্তুত করা হয়,তা কোথা হতে প্রমাণিত ? খিচুরি রান্না করা কি জরুরী?উত্তরঃ- আলা হযরাত,মুজাদ্দিদে দ্বীনও মিল্লাত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমাদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেছেনঃ খিচুরি কোথা হতে প্রমাণ হয় ! যেখান থেকে শাদি পোলাও,দাওয়াতের জর্দা প্রমাণ হয় সেখান থেকে। এটি হল তাখশিশে উরদীয়া,শরয়ীয়া নয়। যে এটাকে শরীয়তের দৃষ্টিতে জরুরী মানে সে বিপথে রয়েছে। (ফাতওয়া রেজবীয়া ২৩ খন্ড ৪০৭ পৃঃ)

আল্লামা আব্দুল মুস্তাফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আশুরার দিনে খিচুরি পাকানো ফরয কিংবা ওয়াজিব নয়। আবার এটা হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে কোন শরয়ী দলীলও নেই। বরং একটি রেওয়ায়েত রয়েছে যে, খাস আশুরার দিনে খিচুরি পাকানো হযরাত নুহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত ।সুতরাং বর্ণিত হয়েছে-যখন তুফান হতে নাযাত পেয়ে হয়রাতে নুহ আলাইহিস সালামের নৌকা জুদি পাহাড়ের মধ্যে গিয়ে লাগে। ঐ দিন ছিল আশুরার দিন । আল্লাহর নবী হযরত নুহ আলাইহিস্ সালাম নৌকা হতে সকল আনাজ বাইরে বের করে ফুল(বড় মোটর),গম,যব,মুসুর ,চাউল, পেঁয়াজ অর্থাৎ সাত প্রকারের আনাজ বের করে একটি বড় হাড়িতে মিলিয়ে পাকিয়ে ছিলেন। সুতরাং আল্লামা

শাহাবুদ্দিন কালউবি মন্তব্য করেন-মিসরে যে খাবার আশুরার দিনে 'তাবিখুল হবুব'(খিচুরি) নামে পরিচিত ,তার আসল দলীলহযরত নুহ আলাইহিস্ সালাম এর আমল হতে নেওয়া হয়। (জান্নাতী জেওয়ার ১৬০ পৃঃ)

প্রশ্ন-২৯ : ইয়াজিদ কে কাফের বলা যাবে কি?

উত্তরঃ- আলা হযরাত,মুজাদ্দিদে দ্বীনও মিল্লাত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমাদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেছেনঃ ইয়াজিদের ব্যাপারে ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের মধ্যে তিনটি মত বিদ্যমান ঃ- ১.ইমাম আহমদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর মত অনুযায়ী ইয়াযিদ হল কাফের। এমতাবস্থায় তার মুক্তি হবে না। ২. ইমাম গাজ্জালী রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতানুযায়ী,সে হল মুসলমান। তার উপর যতই আযাব হোক না কেন পরিশেষে বখশিশ জরুর হবে। ৩. ইমামে আযাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহু এ ব্যাপারে নীরব থেকেছেন। আমরা তাকে (ইয়াজিদ) না মুসলমান বলব, না কাফের বলব। সুতরাং আমরাও এরূপ করব। (সূত্র ঃ ফাতওয়া রেজবীয়া ১৪ খন্ড ২৮৬ পৃঃ)

প্রশ্ন-৩০ : 'বাগে ফেদাক' সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ধারণা কি?

উত্তর :- শিয়া সম্প্রদায়ভুক্তদের তরফ হতে একটি মাসলা খুবই প্রচার করা হয় এবং জেনে বুঝে মিথ্যা আরোপ লাগানো হয় আম্বিয়াদের পরেপরেই সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হযরাত সাইয়্যেদুনা সিদ্দিক্বে আকবার রাদিয়াল্লাহু আনহু উপর। তারা এরূপ মন্তব্য করে যে, হযরত সাইয়্যেদুনা সিদ্দিক্বে আক্বার রাদিয়াল্লাহু আনহু সাইয়্যেদা,ত্বাহেরা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে 'বাগে ফেদাক' প্রত্যাবর্তন করেননি অর্থাৎ সাইয়্যেদা কায়নাত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে তাঁর হক্ব দেননি (মায়া জাল্লাহ)। যার ফলস্বরুপ সাইয়্যেদা কায়নাত নারায হয়ে যান । আসুন সংক্ষেপে শরীয়তের দৃষ্টিতে দলীল সহকারে আমরা বিষয়টি সম্পর্কে জ্ঞাত হই।

হযরাত ইমাম জাফর সাদিক্ব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত..হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ-ওলামারা হল আম্বিয়াদের

ওয়ারিশ,কোন আম্বিয়া দিরহাম দিনারের ওয়ারিশ ছেড়ে যান না বরং তাঁরা (আলাইহিমুস সালাম) নিজেদের হাদিস সমূহ, ইলম ,হিকমাত প্রভৃতির কথা ছেড়ে যান। সুতরাং যাঁরা তম্মধ্য থেকে কিছু নিল তাঁরা যথেষ্ট নসীব পেয়ে নিল। ফলতঃ তোমরা এর উপর নজর রাখ যে, তোমরা সেই ইলম কাছ নিকট হতে গ্রহণ কর। এই ইলম হল আমাদের আহলে বায়েতদের কারণ যে ইলম পায়গম্বর আলাইহিস সালাম উম্মতদের জন্য ছেড়েছেন তার ওয়ারিশ হলেন রসুলুল্লাহর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আহলে বায়েত যাঁরা হলেন সঠিক ইনসাফ কারী,নিকৃষ্টদের নিপাতকারী, বাতিলদের খন্ডনকারী, মূর্খদের বিনাশকারী। (কিতাবুশ শাফি তরজমা ওসুলে কাফি ১/৩৫ পৃঃ , উসুলে কাফী মা'আ শারহ সাফী ১/৮৩ পৃঃ)

হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ আলিমদের ফযীলাত মূর্খ আবিদ দের উপর হল ওইরূপ যেরূপ হল চৌদ্দতারিখের চাঁদের ফযীলাত সমস্ত তারকারাজির উপর; কারণ ওলামারা আম্বিয়াদের ওয়ারিশ হন। এবং অবশ্যই আম্বিয়ারা নিজেদের ওয়ারিশ দিরহাম দিনার ছাড়েন না বরং ইলম রেখে যান। সুতরাং যাঁরা সেই ইলমের অংশ গ্রহণ করে তাঁরা মহৎ বিষয় লাভ করে। (উসুলে কাফী মা'আ শারহে সাফী ১/৮৭ পৃঃ)

হযরাত সিদ্দিক্বে আকবার রাদিয়াল্লাহু আনহু সাইয়্যেদা কায়নাত হযরাত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে ফরমালেন যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'ফিদাক' হতে নিজের নিজের খোরাক নিতেন এবং বাকি অংশ বন্টন করে দিতেন। এবং আল্লাহর রাস্তায় সাওয়ারি নিয়ে দিয়ে দিতেন। আমি আল্লাহর ক্বসম খেয়ে আপনার নিকট স্বীকারোক্তি করছি যে,আমি ফিদাক এর আমদানি এই ভাবে খরচ করব যেরূপ হুযুর আলাইহিস্ সালাম করতেন। একথা শ্রবণ করে সাইয়্যেদা ত্বাহিরা খাতুনে জান্নাত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর কথায় রাজি হয়ে গেলেন। (শারহে নাহজুল বালাগাত ৪/৮০ পৃঃ;ইবনে আবি হাদিদ,শারহু নাহযুল বালাগাত ৫/১০৭; ইবনে মুইসাম)

এরদ্বারা এটা সাবস্ত্য হল যে,হযরাতে সাইয়্যেদা ত্বাহেরা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা হযরাত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর রাজি ছিলেন।

হযরাত আবু আক্বিল মন্তব্য করেন,আমি হযরাত ইমাম বাক্বির রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম-আমার জান আপনার উপর ক্বুরবান ! হযরাত আবু বাকর ও হযরাত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা আপনাদের হক্বুক্কের উপর কি কোন যুলুম করেছিলেন ?তোমাদের কোন হক্বকে কি গোপন করেছিলেন ? হযরাত ইমাম বাক্বির রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেন ঃ আল্লার ক্বসম ! যিনি স্বীয় বান্দার উপর ক্বুরআন নাযীল করেছেন যা সকল জাহানের জন্য প্রতীক হয়ে থাকে-আমাদের হক্বুক্কের মধ্যে সরিষার দানার পরিমাণও তাঁরা (সিদ্দিকে আকবার ও ফারুক্কে আযাম) আমাদের উপর যুলুম করেননি।..(শারহ নাহযুল বালাগাত ৪/৮২ ইবনে আবি হাদিদ)

মুহাম্মাদ বিন ইসাহাক্ব হযরাত ইমাম আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করলেন যে , যখন হযরাত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরাকের গর্ভণর হলেন, তখন লোকেরা নিজেদের জানার উৎসুক ছিল -ওই সময় তিনি নিকটবর্তীদের অংশ কিভাবে করেছেন ? উত্তর দিলেন''ঐ ব্যাপারে হযরাতে আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর ত্বরীকা হয়রাত সিদ্দিক্কে আকবার ও হযরাত ফারুক আযাম রাদিয়াল্লাহু আনহুর মত ছিল। (শারহে নাহযুল বালাগাত ৪/৮৪ পৃঃ ইবনে আবি হাদিদ)

যখন খিলাফত হযরাত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে অর্পিত হল তখন 'ফিদাক' প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে কথা হলে, শেরে খোদা হযরাতে আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেন ঃ আল্লাহ ক্বসম ! আমার ঐ বস্তু প্রত্যাবর্তনে লজ্জাবোধ হয় যেটা হযরাত আবু বাকার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) প্রত্যাবর্তন করেননি এবং হযরাত উমারও অনূরূপ করেছেন। (শারহে নাহযুল বালাগাত ৪/৯৪ পৃঃ)

হযরাত যায়েদ বিন আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুমা ফরমিয়েছেন ঃ ''আল্লাহর ক্বসম ! যদি বাগে ফিদাক এর মামলা আমার দায়িত্বে দেওয়া হত এবং আমাকে ফায়সালা করার জন্য বলা হত, তাহলে আমি সেই ফায়সালা করতাম যা

হযরাত আবু বাকার সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু করেছিলেন।" (শারহে নাহযুল বালাগা ৪/৮২ পৃঃ) এ সকল দলীল দ্বারা এটা প্রভাতের সূর্য্যের ন্যায় সাবস্ত যে, যখন আহলে বায়েতের নাম নিয়ে বাতিল শিয়া সম্প্রদায় বিভ্রান্তিকর মন্তব্য করে শানে সিদ্দিকে আকবার রাদিয়াল্লাহু আনহু শানে বেআদবী করে চলেছে , পক্ষান্তরে কিন্তু আহলে বায়েতে কেরাম হযরাত সিদ্দিক্কে আকবারের ফায়সালাকেই সঠিক বলে গ্রহণ করেছেন।

প্রশ্ন-৩১ ঃ মহরমের ১লা তারিখের করণীয় কোনবিশেষ আমল আছে কি ?

উত্তর ঃ-জি.রয়েছে যেরূপ হল ঃ ৯ম পারা.সরা আ'রাফ আয়াত ৯৭.৯৮.৯৯

أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿٩٧﴾
أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩٨﴾
أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩٩﴾

এই আয়াত সমূহের বরকাত ও ফযীলাত সম্পর্কে শাইখুল হাদিস আল্লামা আব্দুল মুস্তাফা আযমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইরশাদ করেন, মহরাম মাসের প্রথম তারিখে উক্ত তিনটি আয়াত কাগজের মধ্যে লিখে পানিতে ধৌত করে গৃহের কোনায় কোনায় ছড়িয়ে দিলে সেই গৃহ সাপ,বিছা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার অনিষ্টকারী ক্ষতিকর প্রাণী হতে হেফাজতে থাকবে।(ইনশা আল্লাহ) (মাসায়েলুল ক্বুরআন ২৭২ পৃঃ)

প্রশ্ন-৩২ ঃ আশুরার দুয়ার ফযীলাত কি?

উত্তর ঃ শাইখুল হাদিস হযরাত আল্লামা আব্দুল মুস্তাফা আযমী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ইরশাদ করেন , একবছরের জীবনবীমা হল দুয়ায়ে আশুরা। এই দুয়া হল খুবই পরিক্ষিত। হযরাত ইমাম যায়নুল আবেদিন রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেনঃ যে ব্যক্তি মহরমের দশ তারিখে সূর্য উদিত হওয়ার সময় থেকেনিয়ে সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর্যন্ত এই দুয়া পাঠ করবে কিংবা কারও দ্বারা পাঠ করে শ্রবণ করবে,তাহলে সম্পূর্ণ বছর তার জীবনের বীমা হয়ে যাবে। কক্ষণই (সে বছর) মৃত্যু হবে না ; আর যদি হয় তাহলে আশ্চর্যভাবে পড়ার তৌফিক হবে না। (ইনশা আল্লাহ) (মাজমুআ ওজাইফ ১০৬-১০৭পৃ)

প্রশ্ন-৩২ ঃ শিয়াদের সম্পর্কে ওলামারা কি বলেন?

উত্তর ঃ- আলা হযরাত,মুজাদ্দিদে দ্বীনও মিল্লাত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমাদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেছেন ঃ শিয়া সম্প্রদায় ক্বুরআন মাজিদ সম্পর্কে অসম্পূর্ণ ,আংশিক বলে মন্তব্য করে;হযরাত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং অন্য আয়েম্মা আতহারদের পূর্বের সমস্ত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম হতে উত্তম মনে করে। (এ দু'টি আক্বীদা হল কুফরী) সুতরাং,কোন মুসলমানের জন্য জায়েজ নয় এ শিয়া সম্প্রদায়ের লোকেদের কাফির হওয়াতে সন্দেহ প্রকাশ করার। শিয়ারা হল অবশ্যই ইজমায়ী দৃষ্টিতে কাফের ও মুরতাদ। তার সহিত বিবাহ বন্ধন হল বাতিল এবং সন্তান হবে জারয। (সূত্র ঃ-ফাতওয়া রেজবীয়া ২৬ খন্ড ৭৮-৮১ পৃঃ)

(সমাপ্ত)

পড়ুন ও পড়ান
সুন্নী দর্পণ পত্রিকা

প্রশ্ন-৩৩ ঃ আশুরার দুয়ার কি?

উত্তরঃ- আশুরার দুয়াটি হল ঃ-

دعائے عاشورہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَا قَابِلَ تَوْبَةِ آدَمَ يَوْمَ عَاشُوْرَآءَ يَا فَارِجَ كَرْبِ ذِى النُّوْنِ يَوْمَ عَاشُوْرَآءَ يَا جَامِعَ شَمْلِ يَعْقُوْبَ يَوْمَ عَاشُوْرَآءَ يَا سَامِعَ دَعْوَةِ مُوْسٰى وَ هٰرُوْنَ يَوْمَ عَاشُوْرَآءَ يَا مُغِيْثَ اِبْرَاهِيْمَ فِى النَّارِ يَوْمَ عَاشُوْرَآءَ يَا رَافِعَ اِدْرِيْسَ اِلَى السَّمَآءِ يَوْمَ عَاشُوْرَآءَ يَا مُجِيْبَ دَعْوَةِ صَالِحٍ فِى النَّاقَةِ يَوْمَ عَاشُوْرَآءَ يَا نَاصِرَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُوْرَآءَ يَا رَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَ رَحِيْمَهُمَا صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ صَلِّ عَلٰى جَمِيْعِ الْاَنْبِيَآءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَاقْضِ حَاجَاتِنَا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَطِلْ عُمُرَنَا فِى طَاعَتِكَ وَ مَحَبَّتِكَ وَ رِضَاكَ وَ اَحْيِنَا حَيٰوةً طَيِّبَةً وَّ تَوَفَّنَا عَلَى الْاِيْمَانِ وَالْاِسْلَامِ بِرَحْمَتِكَ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ۔ اَللّٰهُمَّ بِعِزِّ الْحَسَنِ وَ اَخِيْهِ وَ اُمِّهٖ وَ اَبِيْهِ وَ جَدِّهٖ وَ بَنِيْهِ فَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ

پھر سات بار پڑھے۔۔۔۔

سُبْحَانَ اللّٰهِ مِلْءَ الْمِيْزَانِ وَ مُنْتَهَى الْعِلْمِ وَ مَبْلَغَ الرِّضٰى وَزِنَةَ الْعَرْشِ لَا مَلْجَاءَ وَلَا مَنْجَاءَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ ۔ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ وَعَدَدَ كَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّآمَّاتِ كُلِّهَا نَسْئَلُكَ السَّلَامَةَ بِرَحْمَتِكَ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ۔ وَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ۔ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ۔ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ۔ وَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ عَدَدَ ذَرَّاتِ الْوُجُوْدِ وَعَدَدَ مَعْلُوْمَاتِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۔